যুগান্তর

তারিখ 27 JUL 2017

শিক্ষামন্ত্রী নাহিদের ঘনিষ্ঠ সহচর আউয়াল রাজাকারের পুত্র!

সিলেট ব্যুরো

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ঘনিষ্ঠ সহচর দেওয়ান মকসুদুল ইসলাম আউয়াল এলাকায় নানান কারণে বিতর্কিত একজন ব্যক্তি। শুধু তিনি নন, বিতর্কিত তার পরিবারও। তার বাবা আমজাদ হোসাইন ওরফে কুটুচান্দ স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট জেলা ইউনিট কমান্ড প্রকাশিত 'রণাঙ্গন-৭১' বইয়ে বিয়ানীবাজারের রাজাকারের তালিকায় রয়েছে আউয়ালের বাবার নাম। এলাকার মানুষও এটা জানেন। এরপরও আউয়াল এখন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ঘনিষ্ঠ সহচর। মন্ত্রীর ছায়াসঙ্গী। এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। আর এ কারণেই স্থানীয়ভাবে তাকে কেউ মন্ত্রীর এপিএস আবার কেউ পিআরও বলে জানেন।

মুক্তিযোদ্ধারা বিবৃতি দেন চাপের মুখে

স্থানীয়রা জানান, আউয়ালের পড়াশোনার শুরু মাদ্রাসায়। তখন তিনি শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে জাতীয় ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর আসেন ছাত্রলীগে। এখন তিনি আওয়ামী লীগ নেতা ও ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

আউয়াল রাজাকারের পুত্র!

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহচর। সংগঠনের নেতাকর্মীদের এড়িয়ে আউয়ালই এখন এলাকায় সব ক্ষমতার আধার। মন্ত্রীর প্রতিনিধি পরিচয়ে বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। শুধু ক্ষমতা নয়, বিশাল অর্থ-বিত্তেরও মালিক তিনি।

বিয়ানীবাজার উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ময়নুল ইসলাম জানান, আউয়ালের বাবা আমজাদ হোসেন কুটুচান্দ মেম্বার রাজাকার ছিলেন বলে শুনেছি। আউয়ালও নাকি আগে শিবির করত। এমন শেকড়হীন পরিবারের লোকজনকে নিয়ে চলায় মন্ত্রীর এখন এ অবস্থা। তিনি বলেন, 'তথ্য-প্রমাণসহ অনেক কিছুই আমার কাছে আছে। সময় হলে প্রকাশ করব।' তিনি আরও বলেন, 'এসব নিয়ে খোদ আওয়ামী লীগের অনেকে ক্ষুব্ধ। তবে আগামীতে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সংগঠনের কমিটি হবে বিধায় অনেকেই এ নিয়ে মুখ খুলতে চান না।'

সিলেটের বিশিষ্ট সোলার ব্যবসায়ী শমসের আলম যুগান্তরকে জানান, এলাকায় দুস্থদের জন্য টি-আর, কাবিখার বরাদ্দ এলেও তা গরিবের কোনো কাজে আসছে না। আউয়ালের নেতৃত্বে সেসব বরাদ্দ নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে সে টাকার আংশিক ক্লাব, মাদ্রাসা, ওয়াজ মাহফিল ও সংবর্ধনার নামে খরচ করা হয়। বাকি টাকা লুটপাট হয়। পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে গত কয়েক বছরে বিপুল অংকের টাকা লুটপাট হয়েছে। তদন্ত হলে এ সংক্রান্ত অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে।

আউয়ালের একজন সহপাঠী ও সাবেক ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা যুগান্তরকে জানান, 'আউয়াল মাদ্রাসায় পড়ার সময় ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। ১৯৮৮ সালে দাখিল পাস করার পর তার বড় ভাই দেওয়ান তাজুল ইসলামের হাত ধরে জাতীয় ছাত্রলীগে যোগদান করে আউয়াল। পরে আসে ছাত্রলীগে।'

যুগান্তরে ধারাবাহিক প্রতিবেদন ছাপা হওয়ায় নোমান আহমেদ নামের এক ফেসবুক ব্যবহারকারী তার ফেসবুক ওয়ালে আউয়ালের ছবি দিয়ে লেখেন— 'রাজাকারের পুত্রের ভাবটা কী? ছাল নাই কুত্তা বাঘা তার নাম।'

২০১৬ সালের ২০ আগস্ট প্রকাশিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট জেলা ইউনিট কমান্ড প্রকাশিত 'রণাঙ্গন-৭১' বইয়ে বিয়ানীবাজারের রাজাকার আলবদর আলশামস ও শান্তি কমিটির তালিকায় ২২১ নম্বরে রয়েছে আউয়ালের বাবা কুটুচান্দ মেম্বারের নাম। জানতে চাইলে প্রকাশনাটির সম্পাদক ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েল যুগান্তরকে বলেন, 'বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে। বিষয়টি সত্য না হলে পরিবারের কেউ না কেউ প্রতিবাদ করত। প্রকাশনার প্রায় ১১ মাস পার হয়েছে, কিন্তু আউয়ালের পরিবারের কেউ এর প্রতিবাদ জানাননি।' তিনি আরও বলেন, 'প্রকাশনাটি কারও ব্যক্তিগত মতামতে ছাপা হয়নি। তথ্য-প্রমাণ নিয়ে তদন্ত শেষে ছাপা হয়েছে।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আউয়াল যুগান্তরকে বলেন, 'আমি শিক্ষামন্ত্রী নাহিদের পিএস, এপিএস বা পিআরও নই। মন্ত্রীর স্নেহভাজন হিসেবে উনার সঙ্গে থাকি, কাজ করি। এর বিনিময়ে কোনো বেতন বা পারিশ্রমিকও নেই না। আমি উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-দফতর সম্পাদক— এটুকুই আমার পরিচয়। আমি কখনও শিবির করতাম না। আমি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক ছিলাম। আমার বাবা রাজাকার ছিলেন না।' তালিকায় তাহলে নাম কেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমার এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা বিবৃতি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমিও আইনের আশ্রয় নেয়ার চেষ্টায় আছি।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে দেওয়ান মকসুদুল ইসলাম আউয়াল

টি-আর কাবিখায় অনিয়ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'টাকা প্রকল্প খাতে ব্যয় না করে অন্য খাতে ব্যয় ও সোলার প্রকল্পের নামে লুটপাটের বিষয়টি সঠিক নয়। নিয়মানুসারেই এসব বরাদ্দ ও বণ্টন হয়েছে। কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে প্রকল্প কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টরাই এর জবাব দেবেন।'

আউয়ালের এ বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে বিয়ানীবাজার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সদ্য সাবেক কমান্ডার আবদুল কাদির যুগান্তরকে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ভারতে ছিলাম। কুটুচান্দ কী করতেন তা আমার জানা নেই। কুটুচান্দকে রাজাকার উল্লেখ করে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিটের পক্ষ থেকে তালিকা প্রকাশ করলে এ ব্যাপারে বিবৃতি দিতে চাপ সৃষ্টি করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিয়ানীবাজার মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছিল। বিবৃতিতে কুটুচান্দ রাজাকার ছিলেন বা ছিলেন না— এ ধরনের কোনো বক্তব্য ছিল না। বিবৃতির সারাংশ ছিল— 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কুটুচান্দের ভূমিকা কী ছিল তা আমাদের জানা নেই।' তিনি বলেন, এমন বিবৃতিতে তেমন কিছু যায় আসে না। গভীর অনুসন্ধানে গেলে সত্য বেরিয়ে আসবে। তিনি আরও বলেন, যুগান্তর অনেক সত্য তুলে ধরছে। আরও অনেক অপ্রিয় সত্য তুলে ধরবে বলে আশা প্রকাশ করছি। বিয়ানীবাজারের লাউতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গৌছ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আউয়ালের নাম মন্ত্রীর পিএস, এপিএস বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু তিনি এর প্রতিবাদ করেন না। এখন মিডিয়ার কাছে কেন অস্বীকার করছেন তা বুঝতে পারছি না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
২০১৭